তারিখ ... 16 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

প্রথম আলো

এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ দেখেছেন অন্য বিষয়!

■ সাব্বির নেওয়াজ

লানা হুমায়রা খান। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি)। তিনি অর্থনীতির শিক্ষক হলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) নিয়োগ পেয়েছেন বাংলা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে। এনসিটিবিতে তার পদের নাম ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (বাংলা)। এ পদে থেকে তিনি বাংলা বিষয়ের পাঠ্যবইগুলো দেখভাল করেছেন। তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ে কবি কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতা বিকৃত করে ছাপা হওয়ার দায়ে তাকে ওএসডি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কারণ, এই কবিতা যাচাইয়ের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। এ কবিতায় প্রথম লাইনে 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে' ছাপা না হয়ে ছাপা হয়েছে 'আমাদের দেশে সেই ছেলে হবে কবে'। এ কবিতায় 'মানুষ হইতে হবে এই তার পণ'-এর পরিবর্তে ভুলভাবে ছাপা হয়েছে 'মানুষ হতেই হবে এই তার পণ'। এভাবে শুধু লানা হুমায়রা খান নন, এনসিটিবির ২৬০ কর্মকর্তার মধ্যে ৬৩ জনই শিক্ষা ক্যাডার থেকে সেখানে প্রেষণে নিয়োগ পাওয়া। তাদের অনেকেই এক বিষয়ের শিক্ষক হলেও নিয়োগ পেয়েছেন অন্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে। ফলে পাঠ্যবইয়ের ভুল নিয়ে প্রতি বছরই তৈরি হচ্ছে বিতর্ক। গত সাত বছরের মধ্যে ছয় বছরই পাঠ্যবইয়ের ভুল নিয়ে বিতর্ক উঠেছে।

বিষয়টি স্বীকার করে এনসিটিবির সদস্য (কারিকুলাম) অধ্যাপক মশিউজ্জামান বলেন, 'এখানে নিযুক্ত অনেকেই বিষয়ভিত্তিক পদে আসীন নন। এনসিটিবির প্রধান কাজ দুটি– কারিকুলাম ও বই রচনা এবং সম্পাদনা। বই রচনা করে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদরা রচয়িতা হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। বই সম্পাদনার জন্যও আমরা আউটসোর্সিং করে থাকি। আমাদের কর্মকর্তারাও সম্পাদনা করে থাকেন। আসলে প্রাথমিক স্তরের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক বা কর্মকর্তার প্রয়োজন পড়ে না। কাজ করতে করতে অনেকে দক্ষতা অর্জন করে থাকেন।' তিনি আরও বলেন, 'আদর্শ ছেলে' কবিতা দেখার দায়িত্ব ছিল শিক্ষা কর্মকর্তা ড. নাসিমা বেগমের (বাংলার বিশেষজ্ঞ)। কিন্তু তিনিও তো ভুল করলেন!

পাঠ্যপুস্তকে ভুল

এনসিটিবির একাধিক বইয়ের লেখক সমকালের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ভুল এড়াতে এনসিটিবিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পাশাপাশি সম্পাদনা শাখার পরিধি ও জনবল বাড়ানো দরকার। বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এই কাজে তাদের পূর্বের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। একই সঙ্গে ভেঙে দেওয়া দরকার এনসিটিবিতে প্রেষণে থাকা কর্মকর্তাদের সিন্ডিকেট। অন্যদিকে এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, এনসিটিবির প্রথম শ্রেণির ৭৭টি পদের মধ্যে চেয়ারম্যান, চারজন সদস্য এবং সচিব– এই ছয়টি পদ বাদে বাকি পদগুলোতে স্থায়ী জনবল নিয়োগ দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু ৬৩টি পদই প্রেষণে আসা কর্মকর্তাদের দখলে। অর্থাৎ মোট কর্মকর্তার শতকরা ৮১ ভাগই প্রেষণধারীদের দখলে।

অভিযোগ রয়েছে, ১৮ বছর চাকরিজীবনের পুরোটা সময় এনসিটিবিতে কাটাচ্ছেন জনপ্রশাসনের সাবেক শীর্ষ এক আমলার আপন ভাই। ৬৩ জনের বেশিরভাগ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রভাবশালী একজন সাবেক এপিএসের তদবিরে এনসিটিবিতে প্রেষণে আছেন। বাকিরা মন্ত্রণালয়, বোর্ড এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের আশ্রয়ে এনসিটিবিতে আছেন। মোটা অঙ্কের অর্থ লেনদেন, মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে আঁতাত করিয়ে দেওয়ার লোকজন সেখানে প্রেষণে আছেন। শিক্ষা ক্যাডারের সবাই এটাকে প্রেষণের ডাম্পিং স্টেশন বলেন। এ ছাড়াও এনসিটিবির ভেতরে গড়ে উঠেছে শক্ত সিন্ডিকেট। এসব কারণে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

যোগ্য ব্যক্তি ও বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এনসিটিবিতে নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। জানা গেছে, প্রতিবছরই কম-বেশি ভুল হলেও এবারের ভুল ছিল অমার্জনীয়। এই ভুলের জন্য এনসিটিবিকেই দায়ী করেছে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ের এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা সমকালকে বলেন, 'আমি এসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। যা জানার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জেনে নেন।' তিনি বলেন, প্রেষণে যারা আছেন সবাইকে মন্ত্রণালয় পোস্টিং দিয়েছে। এখানে আমাদের কিছু করার নেই।

পার পেয়ে যাচ্ছেন মূল হোতারা : দেখা গেছে, এরই মধ্যে দু'জন কর্মকর্তাকে ওএসডি ও একজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ভুলে ভরা কেলেঙ্কারির মূল হোতারা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়েছেন। অন্যদিকে হুকুমের গোলাম হয়েও শাস্তি পাচ্ছেন নিচু পদে দায়িত্বরতরা। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া না হলে অপরাধের পরিসীমা আরও বাড়তে থাকবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন। এতে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়বে বলেও মনে করছেন তারা।

চলতি বছর প্রাথমিকের বই নিয়েই বেশি বিপাকে পড়েছে এনসিটিবি। নিজেদের রক্ষা করতেই তারা দ্রুত তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করে। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল পাঠ্যক্রম তৈরির পেছনে কাজ করেছে দুই মন্ত্রণালয়ের দুই কমিটি। কোন লেখা বাদ দেওয়া হবে আর যোগ হবে, তার অনুমোদন দিয়েছিল দুই মন্ত্রণালয়ের এই দুটি কমিটি। একটি কমিটি গত ১৬ সেপ্টেম্বর এক সভায় অনুমোদন দেয় নতুন পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম। অর্থাৎ কোন বইয়ে কোন কবিতা লেখা থাকবে, কোনটা বাদ যাবে। সে অনুসারেই বই ছাপা শুরু হয়।

জানা গেছে, প্রাথমিকের কমিটিতে ছিলেন সদ্য অবসরে যাওয়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ূন খালিদ, যুগ্ম সচিব মো. ফাইজুল কবীর ও আব্দুল ওয়াহাব, উপ-সচিব সরদার মো. কেরামত আলী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (বর্তমানে মহাপরিচালক) ড. আবু হেনা মো. মোস্তফা কামাল, মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসাইন, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, জাতীয় শিক্ষা একাডেমির উপ-পরিচালক মো. আব্দুল ওয়াহাব, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম ছায়েফ উল্যা, নায়েমের পরিচালক (অব.) মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার, শিশু একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন, এনসিটিবির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহাম্মদ, ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আলী আসগর, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমএ মান্নান, সম্প্রতি ওএসডি হওয়া এনসিটিবির ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খান, মো. মঞ্জুরুল আলম, মো. মোস্তফা সাইফুল আলম, গবেষণা কর্মকর্তা মুর্শিদ আকতার ও বাবুল আকতার। অথচ তাদের মধ্য থেকে শুধু লানা হুমায়রা খানকে ওএসডি করা হয়েছে। এনসিটিবির কর্মকর্তারা বলছেন, নিয়ম অনুযায়ী কারিকুলাম কমিটির সবাইকে শোকজ করার কথা। কিন্তু নিয়ম ভেঙে চুনোপুঁটিদের কেবল শাস্তি দিয়ে দায় সারা হচ্ছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দায়ী করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'প্রাথমিকের বইয়ের অর্থায়ন থেকে শুরু করে সব প্রক্রিয়া করে থাকে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর খবরদারি করে শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়।' তিনি বলেন, 'পাঠ্যপুস্তক তৈরির সময় অগ্রগতি জানতে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একাধিকবার চিঠি দিয়েছি। কিন্তু সেখান থেকে কোনো উত্তর দেওয়া হতো না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালিপনার জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তারা কী ব্যবস্থা নেয় আমরা সে অপেক্ষায় রয়েছি।'